On the Survival of Some Typical Gupta Decorative Motifs on the Temples of Purulia District, West Bengal

BY
D. K. CHAKRAVARTY

Gupta Age was marked by an unprecedented intellectual ferment and creative activities in all spheres of life and thought including art and letters. Literature, architecture and fine arts reached a high level of excellence to form a standard for later times. Gupta art presents a picture of "all that was graceful, elegant, sweet and noble in that culture", revealing a spirit of buoyancy typical of that period which also was found reflected on the artistic creations of that age. Gupta Age also ushered in an age of temple construction with subsequent regional ramifications. Elaborate ornamentation of the door-frames and pillars in contrast to the plain design of the rest of the shrine, division of the door-jambs into sakhas (vertical bands), decorated with patralata (scrolls), phullavalli (rosettes) and other motifs and the introduction of other decorative elements like the playful ganas or pramathas (dwarfs), mithunas (amorus couples) dvarapalas or pratihari (attending door-keepers) and a dvaralalata-bimba (a figure-relief in the middle of the lintel representing a significant aspect or associate of the enshrined deity) besides the figures of Ganga and Yamuna standing on their respective vahanas are the essential adjuncts of the temple architecture during the time of the Guptas. In the works of Kalidasa, who it is generally believed to have lived during the heyday of the Gupta period (c. 4th to 5th century A.D.), some of these decorative motifs have been described in detail which find striking corroborations from the extant architectural specimens of this period.

In a remote corner of the district of Purulia in the village of Kroshjuri (Kashipur P.S.) the information about the existence of the ruins of a Siva Temple (Siddhesvara Siva) and other ancient remains was first brought to the notice of the Directorate of Archaeology, West Bengal in the year 1964 by the District Authorities of Purulia. The site was subsequently explored by Sri P.C.Das Gupta, Director of Archaeology, which brought to light one of the most elaborately carved stone temples in the district of Purulia and which on stylistic grounds may be considered to be the earliest of the existing temples in this district. It is astonishing to note that no account of this temple appears in the old archaeological survey reports given by Beglar or Block and since then no other archaeologist has ever cared to visit this site until it was explored as stated above.

The temple of Siddhesvara Siva which was standing in a dilapidated condition has since been renovated by the local villagers under the enthusiastic leadership of Sri Nemai Lal Senapati, the Headmaster of the local school. In the reconstructed shrine the large linga of Siddhesvara Siva (Height 3½' with an arghyapatta 3' in diameter) is now found to be installed. The original temple was perhaps erected on an artificial platform (jagati or upana) access to which is now obtained by a broad flight of steps recently reconstructed with bricks and sand-cement plaster. A few courses of the mouldings of the pabhaga portion of the temple is now discernible. Basically it is triratha in

Scanned by CamScanner

plan with the usual complex indentations of base mouldings. The superstructure above perhaps representing the sikhara portion of the rekhadeul has since collapsed and in its place an odd looking dome-shaped cupola with the ayudha of the deity (Trisula) fixed over it is now adorning the shrine. The mutilated rampart lions carved out from bluish chlorite, some of which were found lying within the temple enclosure and some since refixed on the recently renovated construction, were perhaps fixed singly on the rahapagas of the gandi portion of the Sikhara. As crowning elements (mastaka) there are amalakas, the mutilated fragments of which were found strewn here and there and some of these have since been refixed on the edges of the steps as decorative embellishments. The garbhagiha is square internally(7'-4" square).

All the historical objects or the architectural pieces now

To-day I visited the ancient Siddheswar Temple of Kroshjuri and was pleased to see the beautiful door-frames and other stone carvings. The style of the door-frame figures is reminiscent of Gupta style and the claimbing figures are a motif- I have not seen in carvings from other parts of Bengal. The mouldings of what remains of the old Temple are also very intricate and attractive, evidently earlier than those of Deoli and Pakbirra, it is possible that this is the oldest Temple in Purulia District of which the Structure still remains in part and it is certainly of great importance for the History of Temple - including in Bengal. The large Linga is also unusual. The local people are to congratulated for appreciating the importance of these remains and for their attempt to preserve them, which deserves all possible support. It is good that in repairing the Temple, they have taken care not to disturb the ancient portions.

I am also most grateful for the help and hospitality given to me, which enabled me to take photographs and prepare a plan most conveniently.

Sd/- David Macutchion
Reader in Comparative Literature 24-1-1968
Jadavpur University
Calcutta-32.

I have become extremely delighted to visit the ruins of Kroshjuri, especially the temple of Shiva and the associated Shrine in the generous company of the Block Development Officer, Kashipur and Superintendent Sri D.K.Chakravorty and other members of the archaeological and local staff.

The stone sculptures and the ruins of Kroshjuri are really of outstanding importance and they throw an important light on the mediaeval art of Bengal and Eastern India.

The enthusiasm and sacrifice of Shri Nemai Lall Senapati and his supporters including Shri Mahadev Deogharia towards the conservations of these ancient treasures of art and archaeology are inded praiseworthy. It appears to be our obligation to endeavour to protect these relics in the befitting manner which can bring out the genuine delights of learned visitors. Let the carved stone fragments and the other stone images and Decorative Panels fascinate Tourists to the forgotten treasures of history and art.

Sd/- P.C.Dasgupta
28-12-64
Director of Archaeology
Govt. of West Bengal
33, Chittaranjan Avenue,1st Floor,
Calcutta-12.

ক্রোশজুড়ি (পুরুলিয়া জেলা) পুরাকীর্তি এদেশের শিল্প-ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে নিশ্চিত। শিব মন্দিরের সামনে দুয়ারের পাথরে মূর্তিগুলিতে খোদিত সহজ ভঙ্গী ও কমনীয়তার ছোঁয়া যেন এক অতীত শিল্পের সাক্ষ্যস্বরূপ। এইসব ভাস্কর্যের কমনীয়তা ও লাবণ্যধারা অবশ্যই এক বিস্তৃত কুশলতা ও অনুভূতিকে প্রতিফলিত করে। প্রকৃতই এই সৌন্দর্য্য ভাবনার তুলনা নেই। সিদ্ধেশ্বর মন্দির বালিয়াড়ীর অন্তরে প্রসারিত ক্রোশজুড়ি সৃষ্টি করেছে এক প্রাচীন পর্বের মায়ালোক। এখানকার উন্নতিকল্পে শ্রী নিমাই লাল সেনাপতি ও তাঁর সহযোগীদের যে প্রয়াস ও আত্মত্যাগ পরিলক্ষিত তা বিস্ময়কর। পশ্চিমবঙ্গে ক্রোশজুড়ি রত্নের ন্যায় অবস্থান করবে কামনা করি।

স্বা: শ্রী পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত
২২-৪-৭৩
অধিকর্তা, প: ব: প্রত্নতত্ত্ব অধিকার।

Scanned by CamScanner

প্রাচীন এক প্রত্নস্থল : ক্রোশজুড়ি গ্রাম

উৎপলেন্দু মাহাতো/ সহশিক্ষক/ সোনাথলি-তালাপাথর উচ্চতর বিদ্যালয়

পুরুলিয়ার প্রাচীন এক প্রত্নস্থল ক্রোশজুড়ি গ্রাম। তা প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। ইতিমধ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই গ্রাম পরিদর্শনে এসেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের অনুসন্ধিৎসু মন গভীর বিস্ময়ে ডুবে গেছে এখানকার শিবমন্দিরে। খোদিত পাথরের প্রাচীন মন্দির, হাতিবন্ধে শিলাখণ্ডের শিবলিঙ্গ, পাথরের নির্মিত সিংহ, কালীমূর্তি, অন্যান্য বিগ্রহ এবং বিচিত্র সব কারুকার্যখচিত জটিল-সুন্দর চিত্রকলার শৈলীর সুষমা অন্যদিকে আর চোখ ফেরাতে দেয়নি। অথচ অদূরেই পুরাকীর্তির ঐশ্বর্য-সম্ভার নিয়ে রাজমহল ও অন্যান্য শিবস্থল মাটির গর্ভ থেকে মুক্তির প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।

বারকেশ্বর পথের কালিয়াডির অদূরে ক্রোশজুড়ি সৃষ্টি করেছে এক প্রাচীন পর্বের মায়ালোক। মানবেতিহাসের ঐতিহ্যময় পাথরের প্রাচীন সব শিল্পকলা নিয়ে 'সত্যম, শিবম, সুন্দরম'-এর মন্দির সকলকে জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ। ইন্দ্রাবিল স্টেশন থেকে দক্ষিণে কিংবা কাশিপুর থেকে পূর্বে ১৩ কিমি, হুড়া থেকে উত্তর-পূর্বে অথবা মেলাপুর থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১৭ কিমি পথ অতিক্রম করলে অতি সহজেই পৌঁছে যাবেন আকাঙ্ক্ষার মানসতীর্থে। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের সদাজাগ্রত সিংহদুয়ার আপনাকে তৎক্ষণাৎ জানাবে — 'স্বাগতম।' তবু কবির ভাষায় বলতে হয় — তমালের ঘনছায়ায় 'দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব এই বঙ্গে' তিষ্ঠ-ক্ষণকাল। আর পথের শ্রান্তি ঝেড়ে ফেলে অনুগ্রহ পূর্বক একটু শ্রবণ করুন ক্রোশজুড়ির ইতিহাস।

সুপ্রাচীন কালের 'বরবাড়ি' পরগনার ক্রোশজুড়ি গ্রাম-মাঝের স্থলে রয়েছে সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির। এই সিদ্ধপীঠের পরিধি এক ক্রোশজুড়ে থাকায় ক্রোশজুড়ি নাম। সুদূর অতীতে কোনও রাজা এখানে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন — তা স্থাননাম ও ধ্বংসাবশেষ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। কালের করাল গ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে স্থাননামগুলোর কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। রাজমহল, রানিসরোবর, গোলামডাঙা, ঘোড়াশালা যথাক্রমে হয়েছে মহলটাঁড়, রানিদহ, গোলামবাইদ ও ঘোড়াশাল। মন্দিরসংলগ্ন আরও কয়েকটি শিবমন্দির থাকায় সেগুলোর ধ্বংসাবশেষের নাম হয়েছে শিবটাঁড়। এতসব সত্ত্বেও ক্রোশজুড়ির রাজ-ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

Scanned by CamScanner

সিং বংশী থেকে রাজারাম উপাধ্যায় - হৃদয় মাতাজীর দিকে দু'জন মানরাজা যথাক্রমে সিংহ মানদেব ও তাঁর পুত্র শ্রীমান দর্পদেব রাজত্ব করেছেন। যবন আক্রমণের সময় মানসিংহ বিজু যদি যবন সেনাদের মানবাজার গোলাম ডাঙায় গোলাম করে রাখেন। পরবর্তী কালের মানরাজারা মানবাজার অঞ্চলে গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেন। মানরাজাদের প্রতিষ্ঠিত দুটি শিবমন্দির যথাক্রমে মানভূম ও মানবাজার নাম পেয়েছে।

বর্তমানে একবুক উঁচু করা প্রায় দুশো ফুটের বিরাট চাতালের উপর ক্ষুদ্র-বৃহৎ শিবমন্দিরটি শোভা পাচ্ছে – তার অধিকাংশ প্রাচীন ও উপরিভাগ অর্বাচীন। এর আগের ইতিহাস বড়ই করুণ। মধ্যযুগের মানবদস্যুদের হাতে ভাঙাচোরা ও অবহেলিত মন্দিরটিকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতিদেবী তাঁর স্নেহশীতল নিয়ে এগিয়ে আসেন। ঝোপ-ঝাড়, উইঢিবি ও বিষধর সর্পে ভরিয়ে তোলেন মন্দির প্রাঙ্গণ। অন্যান্য মূর্তিগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ভগ্ন ও আহত অবস্থায় প্রকৃতির সবুজ ও সরস স্নেহে কেবল অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিং দেও কেশরগড় থেকে কাশীপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলে সম্ভবত তিনিই কিছু জমি বন্দোবস্ত ও বাৎসরিক ৮১.২৫ টাকায় এই বিশাল শিবলিঙ্গ নিত্যপূজার জন্য এক পূজারী নিয়োগ করেন। তবে ঝোপ-ঝাড়ের বুক চিরে এক সরু রাস্তা দিয়ে ভক্তজন ভগ্নমন্দিরে যেতেন।

প্রাকৃতিক কারণে ভরাট হয়ে যাওয়া খালি সরোবর আবার চাষের জমি হয়ে ওঠে। বিশ শতকের প্রথমদিকে গাঁয়ের ভূঁইয়ারা সেখান থেকে আবিষ্কার করেন পাথরের এক কালী মূর্তি। ভগ্ন শিবমন্দিরের মুখোমুখি মাটি-ইঁটের দেওয়াল তুলে খড়ের ছাউনি দিয়ে নির্মিত গৃহে ওই মূর্তি স্থাপন করা হয়। সেই সঙ্গে কয়েকটি হাত ভাঙা অবস্থায় মন্দির প্রাঙ্গণে পড়ে থাকা বৃষবাহন অষ্টভুজ মূর্তিটিও রাখা হয়। তার আগের থেকে শিবের মাথাতে খড়ের ছাউনি দেওয়া হত। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণে বিহার সরকারের জমিদারি বিলোপ আইন কার্যকরী হলে মন্দিরের উপর রাজাদের

কর্তৃত্ব চলে যায়। তার পরের ইতিহাস গৌরবজনক।

মাসড়ার [illegible] বজ্রপাতে ভাঙা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ। ১৯৬৪তে নিমাই লাল সেনাপতি মহাশয় ক্ষেমাসুড়ির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়ে আসেন। মানব-ইতিহাসের অমূল্য সম্পদগুলো অবহেলায় পড়ে থাকতে দেখে তিনি মন্দির সংস্কারে ব্রতী হন এবং তিনিই প্রথম বিষয়টি কাশিপুর ব্লকের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের নজরে আনেন। তার ফলে ওই বছরেই প: ব: সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ মন্দিরটি পরিদর্শন করেন ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সরকারের দীর্ঘসূত্রতায় বছর। সেই ফাঁকে বিশেষত নিমাইবাবুর উদ্যোগে তাঁর সহকর্মী, গ্রামবাসী এবং এলাকাবাসীর [illegible] টাকা ও সহযোগিতায় মন্দিরের চাতাল আর পাঁচিল ঘেরা সহ দর্শনীয় হয়ে ওঠে। অন্যান্য মূর্তি ও কীর্তি সমূহকে চাতালের উপর সুসমঞ্জসভাবে সাজানোর চেষ্টা হয়েছে। আর রাজাদের নিযুক্ত পূজারীর বংশধরেরা বর্তমানেও নিত্যপূজা করে চলেছেন।

আলোর স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে এখন আপনি বিশেষ গর্ববোধ করতে পারেন। যেমন—

১. ১৯৬৪ তে প: ব: পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর পি. সি. দাশগুপ্ত এবং সুপারিনটেনডেন্ট ডি. কে. চক্রবর্তী এই মন্দির পরিদর্শন করে তাঁদের লিখিত অভিমত দিয়েছেন।

২. ডি. কে. চক্রবর্তীর রচনাটি U. G. C এবং C. U র উদ্যোগে 'আশুতোষ মিউজিয়ামে' আয়োজিত 'Legacies of Gupta art in India and abroad-1971' সেমিনারে পঠিত হবার পর University of Kerala, Trivandrum থেকে প্রকাশিত 'Journal of Indian History' গ্রন্থমালায় স্থান পেয়েছে।

৩. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Comparative Literature এর শিক্ষক David Macutchion ১৯৬৫তে এই মন্দির পর্যবেক্ষণের বিশেষ প্রেরণায় পরেও ১৯৬৮-তে আরেকবার পরিভ্রমণ করেন। তাছাড়াও ১৮৭৩ এ মাসড়ার মন্দিরগুলোর অন্যতম সমীক্ষক Beglar সাহেবের সন্ধানী চোখ এড়িয়ে গেছে এমন এই ঐতিহাসিক ও প্রাচীন মন্দির আপনি পরিদর্শন করতে এসেছেন। দেখুন, সিংহদ্বারের দুইদিকে দুই সিংহের নিচে বামহাতে ঢাল ও ডান

হাতে তলোয়ার নিয়ে দুই বীরপুরুষ আপনাকে যেমন অভিবাদন জানাচ্ছে। পূবদিকের দ্বারেও এই রকম দুই বীরপুরুষ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে বছরের পর বছর প্রতিদিনকার নিত্যনতুন পুণ্যার্থীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে চলেছে। এদের মাঝখানে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে চ(ড়ে) বামহাতে লাগাম ও ডানহাতে তরবারি তুলে আরেক বীরপুরুষ-মন্দির পাহারায় যেন সদাপ্রস্তুত। এগুলো বীরত্বব্যঞ্জক বীররাজাদের বীরস্তম্ভ। তাই আমার সবিনয় অনুরোধ মন্দিরটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার আগে পুরাকীর্তিগুলোর বিবরণ আরেকটু ধৈর্য ধরে শুনুন।

সিংহদ্বারের সিঁড়ি বেয়ে উঠে চাতালের ডানদিকে তাকালে চোখে পড়ে মুক্ত আকাশের নিচে দুই শিবলিঙ্গ। আর সিঁড়ির প্রবে(শপথের) বাঁয়ে বিছানো সাতযুগের ~~[illegible]~~ লম্বা ও পাথরের হস্তাক্ষর আমলকগুলো শিবমন্দিরের সম্পদ। বাঁদিকের পরপর দুই সিংহ যাত্রীদের স্বাগত জানানোর জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। কারুকার্য-খচি(ত) ঠিক যেন কামসূত্রের মত অথচ নিখুঁত পাথরের উপর স্থাপিত করা অপরূপ সিংহটির পদতলে মুখের ভিতর কেমন এক অজানার কথা জানায়, আর দূরত্বের ঘোরে তাই নিমেষেই নিয়ে যায় ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির কিংবা জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়ায়। কোনার্কের এ গোলে মন-কাড়ানিয়া সব চিত্রকলায় মণ্ডিত দেবস্থা(ন) থেকে ভেসে ওঠে শিল্প ও স্থাপত্যের সাথে জীবনের সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো গুপ্তযুগের গৌরবোজ্জ্বল ছবি। মহাকবি কালিদাসের রচনায় পাওয়া যাবে এই সব শিল্পকর্মের বিবরণ। স্তম্ভের পাদপীঠে নিজেদের বাহনে সেবাইতের প্রতীক গঙ্গা-যমুনা, পদ্মের উপর ত্রিশূল হাতে দ্বাররক্ষী দ্বারপালেরা, ও মাথায় মঙ্গলকলস দু'হাতে তুলে ধরে উবু হয়ে বসে থাকা ভুঁড়োপেট বামনের অপূর্বসুন্দর মূর্তিগুলো ফুটিয়ে তোলার পরও উপরিভাগে মুখর হয়ে উঠেছে শিল্পিমানস। সারি সারি মূর্তির মালায় সাজানো অনিন্দ্যসুন্দর স্তম্ভের ভিতরে স্তম্ভে, অজস্র ফুলবল্লরীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্যে, আর ঢেউ খেলানো কল্পনাতে ধীরে ওঠা ছন্দোময় রমণীয় রমণীদের দেহলাবণ্যে, হাতের কাঁকনে,

পায়ের নূপুরে, মেঘডম্বুর খোঁপায়, স্থূল নিতম্বে, সিংহাজীন কটিদেশে ও উচ্ছল যৌবনের উদ্ধত উন্নত স্তনের খাঁজে খাঁজে অজ্ঞাত শিল্পী মানস মুক্তির পথ খুঁজে বেড়িয়েছে। এই দোরস্তম্ভ যুগলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে ডেভিড ম্যাককাচন বলেছেন—"The style of the door frame figures is reminiscent of Gupta style and the [illegible] climbing figures are a motif—I have not seen in carvings from other parts of Bengal." দোরবাজু যুগলের একখণ্ড এখন কোলকাতার যাদুঘরে সংরক্ষিত হয়েছে।

প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মৃতি আঁকড়ে থাকা মন্দিরটির নিচের অংশে চোখ পড়লে ছায়াচ্ছন্ন অতীত এক রহস্যময় গুঞ্জন তোলে। চার কোণে প্রতি দুই বড় বড় পাথরের চাঁই 'খিলান পরিকল্পনায়' খাপে খাপে ও খাঁজে খাঁজে বসিয়ে বাইরের দিক থেকে কুঁদে ছোটো ছোটো চৌকো, রূপ দান করার পরও কিছুটা গোলাকার এনে দেউল রচিত। উভয় পাথরের মাঝখানে আবার লোহার পাত্তি বা আংটা দিয়ে আটকানো— যা ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। মন্দিরের প্রবেশ পথের বারান্দা ও ছাদ হয়ে গম্বুজে এখন অর্বাচীনের এক নির্লজ্জ অজ্ঞতা ও অহংকার মাথা তুলেছে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কাশিপুর পঞ্চকোটের রাজা কল্যাণীপ্রসাদ সিং দেও ভগ্নপ্রায় মন্দিরটির মাথায় হীরু ও মহাদেব গোঁসাইয়ের খড়ের ছাউনি দেওয়া বন্ধ করে দেন। আর রাজার নির্দেশে তাঁর ম্যানেজার রাজেন গোঁসাই অর্ধগোলাকৃতি অদ্ভুত বারান্দার উপরিভাগও তুলে ফেলে নবরূপ দেন। ডেভিড ম্যাককাচনের ভাষায় তা—'দুর্ভাগ্যজনক'। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠে মন্দিরের দ্বারপথের দুই দিকে দুই স্তম্ভের উপর বারান্দার অর্ধগোলাকৃতির মত অনেকগুলি চিত্রণ দোরবাজু সংযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রাচীন মন্দিরের চূড়াভাগ কেমন ছিল— তা বিশেষজ্ঞ বা ঐতিহাসিকেরা অনুমান করতে পারেন। তবে ঘনকালো পাথরের নির্মিত বিশাল শিবলিঙ্গটি মাথায় আঘাতের চিহ্ন ও যোনিপট্টে কয়েকটি খাঁটলের দাগ নিয়ে এখনও আছে। তিন ফুট উচ্চতায় এগারো ফুট যোনিপট্টের পরিধি বেদীর সাড়ে তিন ফুট ব্যাসের উপর একফুট চওড়া ব্যাস ও উচ্চতায় শিবলিঙ্গটি দেখে সকলেই